বাজেট নিয়ে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের সাক্ষাৎকার

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে। এসেছে রিজার্ভ চুরির বিষয়টিও। গত বুধবার সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **ফখরুল ইসলাম**

গরিবের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে দুষ্ট বড়লোকদের

প্রথম আলো : এবারের বাজেট কেমন হলো?

ফরাসউদ্দিন : আমি বলব খুবই পরিমিত অবয়বের বাজেট হয়েছে। সিপিডিও (সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ) এ কথা বলেছে। কিন্তু এটা তো সবারই জানা, বাজেটের অন্যতম প্রাণশক্তি হচ্ছে রাজস্ব। দুঃখজনক যে, আফগানিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সবার থেকেই আমাদের কর-জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) অনুপাত কম।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

গরিবের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে দুষ্ট বড়লোকদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হতে পারে আমাদের কর আদায় পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ অথবা কর আদায়কারীরা দক্ষ নন। অথবা তাঁদের কাজের পরিবেশ ভালো নয়।

প্রথম আলো : কর দেওয়ার লোক আছে, কিন্তু তা সংগ্রহের সক্ষমতা নেই সরকারের—ব্যাপারটা কি এ রকম?

ফরাসউদ্দিন : অনেকটা তাই। একটা পরিসংখ্যান দিই। কর্মক্ষম সোয়া ১ কোটি লোক বছরে ৪-৫ লাখ টাকা আয় করছেন। আর, আমরা কর আদায় করছি এর এক-দশমাংশের কাছ থেকে। এটা তো ভালো কথা নয়।

প্রথম আলো : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তো প্রায় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এসে গেছে, কর আদায়ে এটাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না?

ফরাসউদ্দিন : এনবিআরকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় (অটোমেশন) আনার প্রথম প্রস্তাবটি এসেছিল ১৯৮৩ সালে। আমি তখন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) উপসচিব। সেই অটোমেশন এখনো শেষ হয়নি। এর অনেকটাই সম্ভবত ইচ্ছাকৃত। আমি সব সময়ই বলি, কোথায় কোথায় কর আছে, মানুষকে কষ্ট না দিয়েও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে তা আদায় করা সম্ভব। এখন যাঁদের কাছ থেকে কর নেওয়া হয়, তার দ্বিগুণ লোকের কাছ থেকেও যদি তা নেওয়া যায়, তাতে সরকারের শুধু আয়ই বাড়বে না, ব্যয়ের ক্ষমতাও বেড়ে যাবে। সেটাই হবে আদর্শ।

প্রথম আলো : সেই পথে আমরা যাচ্ছি না কেন?

ফরাসউদ্দিন : একটা উদাহরণ দিই। নতুন করদাতা শনাক্তকরণ বিষয়ে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। ভাষাটা এত অসভ্য...মনে হয় আমি যেন একজন দাগি আসামি। আবার দেখুন, এনবিআর নতুন করদাতা খুঁজে পায় না। অথচ বিভিন্ন পণ্যের যারা বিজ্ঞাপন দেয়, তারা চিঠি, খুদে বার্তা, টেলিফোন পর্যন্ত করেন। তারা কোথা থেকে ঠিকানা পায়? মোদ্দা কথা, যারা কর দেওয়ার যোগ্য, বিভিন্ন বার্তার পাশাপাশি তাদের কাছে প্রয়োজনে যেতে হবে। এভাবে বছরে অন্তত ৫ লাখ লোককে করের আওতায় আনা সম্ভব।

প্রথম আলো : বছরে নতুন ৫ লাখ!

ফরাসউদ্দিন : হ্যাঁ, বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কমপক্ষে ৫ লাখ। একটা কথা প্রায়ই ওঠে যে, যাঁরা ঠিকঠাক কর দেন, এনবিআর তাঁদের ওপরই আরও কর চাপায়। আবার কর আদায়কারীরা বলে থাকেন, হাজার হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করে দেন তাঁরা, কিন্তু তাঁদের অফিসের অবস্থাই খুব খারাপ। এগুলোও দেখতে হবে। খুবই আফসোস লাগে যে দু-তিন বছর ধরে কথা হচ্ছে কর প্রশাসনকে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার। কাজটি এখনো হলো না।

প্রথম আলো : রাজস্ব সংগ্রহে এখন করণীয় কী তাহলে?

ফরাসউদ্দিন : নতুন বেশ কয়েকটা খাত রয়েছে। যেমন ই-কমার্স। ই-কমার্সের অনেক সুবিধা। দোকানে যেতে হয় না, ঘরে এসে পণ্য দিয়ে যায়। বড় সুবিধা হচ্ছে কর দিতে হয় না। দু-তিন বছর ধরে বলছি, কাজ হয়নি। বহু মিষ্টির দোকান ও স্টেশনারি দোকান রয়েছে। আদেশ দিয়ে তিন মাসের মধ্যেই এগুলোতে কর আদায়ের পদ্ধতি চালু করা যায়। আছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে টাকা স্থানান্তর। ১০০ টাকায় ১ টাকা নেওয়া হলেও অনেক টাকা আসবে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) বিপুল মুনাফা করছে। এ থেকে অন্তত ৮০ শতাংশ সরকারকে দিয়ে দিতে হবে। এতে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যও পূরণ হবে।

প্রথম আলো : নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন তো সরকার ১ জুলাই থেকে কার্যকর করতে পারছে না।

ফরাসউদ্দিন : মূসকটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে হয়নি। কারণ, শিল্প খাতের লোকদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। এটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্যাকেজ মূসকই থাকুক। তবে পরিমাণ বাড়বে। ছয় মাসের মধ্যে আলাপ করে সব ঠিকঠাক করতে হবে, যাতে দ্বৈত কর না হয়ে যায়। ৫ ও ১০ শতাংশের দুটা স্তর (স্ল্যাব) থাকতে পারে। আর এগুলো করা হলে আগামী অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি ছাড়িয়ে ২ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা হয়ে যাবে।

প্রথম আলো : তাহলে তো বাজেট ঘাটতিও কমে যাবে।

ফরাসউদ্দিন : অবশ্যই। ঘাটতি মেটাতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বৈদেশিক ঋণ ব্যবহারে। এখন ২ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু এই অর্থ ব্যবহার করতে পারছি না। কয়েক বছর ধরেই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে বলছি। কেউ শুনছে না। ওরা তো অর্থ দিতেই চায়। আর আমাদেরও দরকার।

প্রথম আলো : উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থাও তো খারাপ। অর্থবছর জুলাই-জুন থাকাটা কি প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে কোনো সমস্যা?

ফরাসউদ্দিন : হ্যাঁ। এটা জানুয়ারি-ডিসেম্বর করতে হবে। এর বিকল্প নেই। ১০ মাসে ৫০ শতাংশ আর দুই মাসে ৪০-৪৫ শতাংশ প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। এটা সম্ভব! কোন ধরনের তামাশা এটা!

প্রথম আলো : অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কি একজনের হাতে থাকা উচিত?

ফরাসউদ্দিন : মাঝখানে একদিন আমি এর পক্ষে কথা বলেছি, যা নিয়ে *প্রথম আলো* প্রতিবেদন করেছে। *প্রথম আলো* এটা নিয়ে জরিপও করেছে, যাতে ৯১ দশমিক ৭ শতাংশ জনই মতামত দিয়েছে দুই মন্ত্রণালয় একজনের হাতে থাকা উচিত। এই যে ঝগড়াঝাঁটি...এগুলো হবে না তখন। তাজউদ্দীন আহমদের সময় একজনের হাতে ছিল। শাহ এ এম এস কিবরিয়ার সময়ও ছিল। পরে একজন প্রতিমন্ত্রী দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। এসব ইতিহাস আমাদের জানা। এখন দরকার ১৯৭২ সালের আদলে একটা শক্তিশালী পরিকল্পনা কমিশন করার।

> কী বলব! শিশুদের চিত্রাঙ্কনের বইয়ের ওপর কর বসানো হয়েছে। এটা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। সমুদ্রসীমা রয়েছে আমাদের। নৌবাহিনীকে এ জন্য শক্তিশালীও করা হয়েছে। অথচ নীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি) নিয়ে বাজেটে কিছু উল্লেখই নেই!

প্রথম আলো : বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে কী করা যায়?

ফরাসউদ্দিন : কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের আলোচনাটা আগে করি। কয়লায় আমরা এক পা আগাই, তিন পা পিছাই। কেন সাহস করে করছি না? যাদের কষ্ট হবে, দশ গুণ জমির দাম দেব, চাকরি দেব, শেয়ার দেব। ১ হাজার কোটি টাকা খরচ করলে যদি ১ লাখ কোটি টাকার সুবিধা আনা যায়, কেন করব না? তবে হ্যাঁ, রাজনৈতিক সমস্যা আছে। আনু মুহাম্মদদের বলব, আসুন কথা বলি।

প্রথম আলো : কয়লা নীতিই তো হয়নি।

ফরাসউদ্দিন : হ্যাঁ। এতে ভয়টা কিসের, আমি বুঝি না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো কোনো ব্যাপারে ভয় পান না। তার মানে হচ্ছে, বিষয়গুলো প্রধানমন্ত্রীর নজরে আনতে হবে।

প্রথম আলো : শিল্প খাতে গ্যাসসংকট তো চরমে...

ফরাসউদ্দিন : সাত বছর আগ গৃহস্থালি কাজে গ্যাসের ব্যবহার ছিল ৮ শতাংশ। গত বছরও ছিল ১২ শতাংশ। এখন তা ১৬ শতাংশ। রাজনৈতিকভাবে অজনপ্রিয় হওয়ার একটা ব্যাপার আছে আমি বুঝি। কিন্তু এটাও বোঝা দরকার যে শিল্পায়ন করে কর্মসংস্থান তৈরি না গৃহস্থালি কাজে গ্যাসের ব্যবহার—কোনটি বেশি জরুরি। গ্যাস দিয়ে রান্না—বিশ্বের কোথাও এখন এমন নজির নেই।

প্রথম আলো : জ্বালানি তেলের দাম বিশ্ববাজারের তুলনায় খুব বেশি কমানো হয়নি?

ফরাসউদ্দিন : আমি একদম হয়রান হয়ে যাই কেন কেরোসিনের দাম নামমাত্র কমিয়ে অকটেনের দাম বেশি কমানো হলো। এই সরকার তো জনকল্যাণের সরকার। যে ডিজেল দিয়ে সেচ দেন কৃষক, তার দাম আরও কমানো দরকার।

প্রথম আলো : প্রস্তাবিত বাজেটে আর কোনো দুর্বলতা?

ফরাসউদ্দিন : কী বলব! শিশুদের চিত্রাঙ্কনের বইয়ের ওপর কর বসানো হয়েছে। এটা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। সমুদ্রসীমা রয়েছে আমাদের। নৌবাহিনীকে এ জন্য শক্তিশালীও করা হয়েছে। অথচ নীল অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি) নিয়ে বাজেটে কিছু উল্লেখই নেই! অবশ্য সব মিলিয়ে চিন্তা করলে প্রস্তাবিত বাজেট ভালোই হয়েছে বলতে হবে।

প্রথম আলো : বাজেটের চ্যালেঞ্জগুলো কী?

ফরাসউদ্দিন : শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন—একই সূত্রে গাঁথা। শিল্পায়ন ছাড়া কর্মসংস্থান হয় না, আর কর্মসংস্থান ছাড়া টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ হয় না। ফলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে এখন বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বস্ত্র, ওষুধ, চামড়া ইত্যাদি শিল্প হবে। কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানিতে মালিকদের বিশেষ রাজস্ব সুবিধা দিতে হবে। এই কাজগুলো ঠিকভাবে করাটাই হলো চ্যালেঞ্জ।

প্রথম আলো : বেসরকারি খাত তো বিনিয়োগে পিছিয়ে, বিনিয়োগের পরিবর্তে তো উল্টো পাচার হচ্ছে।

ফরাসউদ্দিন : পাচার বেশি হয়েছে ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে। নির্বাচন এলেই এটা হয়। আন্ডারইনভয়েসিং-ওভারইনভয়েসিং একেবারে দূর করা যাবে না, কমিয়ে আনা যাবে। কমিয়ে আনা প্রশাসনের সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে। আর বিনিয়োগে যে অনিশ্চয়তার কথা বলা হয়, তা আওয়ামী লীগের পর বিএনপি আসবে কি না, তা নিয়ে নয়। অনিশ্চয়তাটা হচ্ছে ওয়ান-ইলেভেন আসবে কি না। ওই সময় ব্যবসায়ীদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, তা তাঁরা ভুলতে পারেন না।

প্রথম আলো : ব্যাংক খাতে গত কয় বছরে যে লুটপাট হয়েছে, অর্থমন্ত্রীও সেদিন সংসদে একে 'সাগরচুরি' বলেছেন।

ফরাসউদ্দিন : একজনের কারণে বা এক ব্যাংকের কারণে এটা হয়নি। সাগরচুরি কি, আরও তো আছে। ৩৭ হাজার কোটি টাকা অবলোপন করা হয়েছে। এগুলো গরিবের টাকা। দিয়ে দেওয়া হয়েছে দুষ্ট বড়লোকদের। এটা হতে পারে না। শুধু সোনালী ব্যাংক রেখে অন্যগুলোকে তাই বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তবে রিজার্ভ চুরির ওপর করা তদন্ত প্রতিবেদনে ব্যাংক খাতের সার্বিক সংস্কারের সুপারিশ আমরা করেছি।

প্রথম আলো : কী সুপারিশ?

ফরাসউদ্দিন : বলেছি, সরকারি ব্যাংকগুলোকে পুরো তদারকির দায়িত্ব দিতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংককে। এক দেশে দুই আইন হতে পারে না। গভর্নর নিয়োগ পাবেন এক মেয়াদে ছয় বছরের জন্য, কোনো পুনর্নিয়োগ নয়। সরকার তা মানলেই হয়। কী আর বলব, বাংলাদেশ বোধ হয় একমাত্র দেশ, যথেষ্ট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও এখানে কোনো কমোডিটি এক্সচেঞ্জ নেই। এ বিষয়ে পাঁচ বছর আগে চমৎকার একটি প্রস্তাব দিয়েছেন একজন।

প্রথম আলো : ওয়ালিউল মারুফ মতিন?

ফরাসউদ্দিন : হ্যাঁ। আমি নাম বলতে চাইনি।

প্রথম আলো : উনি তো পুঁজিবাজারের লোক। আচ্ছা, পুঁজিবাজার কি ভালো চলছে?

ফরাসউদ্দিন : বিশ্বজুড়েই পুঁজি জোগানের বাজার হচ্ছে পুঁজিবাজার। কিন্তু আমাদের এখানে এটা হচ্ছে পুঁজি ভাগিয়ে দেওয়ার বাজার। নিয়ম করা হয়েছে, পরিচালক হতে হলে পরিশোধিত মূলধনের ২ শতাংশ শেয়ার থাকতে হবে। ৮০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন হলে কার পক্ষে সম্ভব? অন্য চুরিধারিও আছে। বুক বিল্ডিং, কথিত প্লেসমেন্ট। একেবারে লুট করে ফেলেছে। পুঁজিবাজারেও সংস্কার দরকার। রূপালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংককে পুঁজি বাজারে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।